



**USAID**  
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

**iCHIP** | Maternal and Child Health Integrated Program



**dnet**

সংখ্যা ৫ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ২০১৩

# আপনজন **বার্তা**

**MAMA**



- ফিরে দেখা আপনজনের ২০১৩
- দু'লাখ গ্রাহক পেয়ে সনূক আপনজন যর
- নায়ের সুস্বাস্থ্যে আপনজন ও এনএইচএসডিপি
- লালতীরের নতুন বছরের কালেভারে আপনজন
- আঞ্চলিক ভাষায় এখন শুনতে পাবেন আপনজন বার্তা
- একজন রুনি দাস ও আপনজন
- 'সাথী আপা' বলছেন আপনজনের যত কথা
- এম হেলথ সম্মেলনে আপনজন



## ফিরে দেখা আপনজনের ২০১৩

২০১৩ সালটি আপনজনের জন্য ছিল ব্যাস্ততায় ছুটে চলার বছর। গর্ভবতী নারী ও নবজাতকের মা'র স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করার মাধ্যমে এরই মধ্যে অর্জন করেছে বেশ কিছু সাফল্য, যা ২০১৩ কে করেছে সমৃদ্ধ। জাতীয়ভাবে কার্যক্রম শুরুর পর ২০১৩'র শুরুতেই আপনজনের গণমাধ্যমে প্রচারণার কাজ শুরু করে ২৩ জানুয়ারী। আর কয়েক দিনের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে দিলো। গণমাধ্যমে আপনজনের উপস্থিতির মধ্যে আপনজনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ও এফএম রেডিওতে, দেশের প্রথম সারির চারটি দৈনিক সংবাদপত্রে ছাপা হয় আপনজনের বিজ্ঞাপন, আর দেশের বড় বড় বিভাগীয় শহরগুলোর জনবহুল জায়গায় তিন মাসব্যাপী শোভা পায় আপনজনের বিলবোর্ড।

গণমাধ্যমে আপনজনের এ উপস্থিতির উদ্দেশ্য ছিল মোবাইল ফোন ভিত্তিক গর্ভকালীন এবং প্রসব পরবর্তী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য তথ্যভিত্তিক সেবা সম্পর্কে বাংলাদেশের আপামর জনগণকে জানানো। এছাড়া সেবাটির সুফল সম্পর্কে মানুষকে জানানো, আপনজন সেবার অনন্য শর্ট কোড ১৬ ২২ ৭ নম্বরটি মানুষকে জানিয়ে দেয়া এবং মানুষের কাছে আপনজন ব্র্যান্ডটির পরিচিতি ঘটানোও ছিলো গণমাধ্যমে আপনজনের এই উপস্থিতির উদ্দেশ্য।

মার্চ ২০১৩'তে সামাজিক গণমাধ্যম ফেইসবুকে পেইজ চালু হবার পর মাস খানেক সময়ের মধ্যে এই পেইজের ইম্প্রেশন পাওয়া গেছে ৪৫ লক্ষ বারেরও বেশি, লাইক দিয়ে আপনজনের সাথে বর্তমানে যুক্ত আছে ১০,০০০ এরও বেশি ফেইসবুক ব্যবহারকারী।

এপ্রিল ২০১৩'য় USAID'র অর্থায়নে পরিচালিত আপনজন কার্যক্রম বাজারে আনে গিফট প্যাক 'স্পঞ্জর এ মাদার'। একজন দরিদ্র মা'কে আপনজন স্বাস্থ্যসেবা পেতে সহায়তা করতে এগিয়ে আসার আহবানে এই উপহার সামগ্রীটি বাজারে আনে। এটি পাওয়া যাচ্ছে রাজধানীর গুলশান ১-এ অবস্থিত আগোরা রিটেইল সুপারশপে। একটি গিফট প্যাক কেনার মাধ্যমে একজন অবস্থাপন্ন গর্ভবতী নারী একজন দরিদ্র নারীকে আপনজন সেবা পেতে সাহায্য করতে পারবে। সামাজিক উন্নয়নের কথা ভেবে এই উপহার সামগ্রীটির ব্যাপারে মানুষ অগ্রহী হয়ে উঠবে বলেই আপনজন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস।

২৮ মে সারাদেশ ব্যাপী পালিত হয় জাতীয় নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস। নিরাপদ মাতৃত্বকে ঘিরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া চ্যানেল আই'র উদ্যোগে যৌথভাবে আয়োজিত হয় স্বাস্থ্যমেলা। এতে এমচিপ'এর উদ্যোগে একটি স্টলের আয়োজন করে আপনজন। মেলা উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. ক্যাপ্ট. (অব.) মজিবুর রহমান ফকির এমপি।

আপনজন গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী জুন ২০১৩'য় চালু হয় 'আপ-

নজন কাউন্সেলিং লাইন'। এর মাধ্যমে আপনজন গ্রাহকদের জন্য থাকছে ডাক্তারের সাথে সরাসরি কথা বলে সেবা নেয়ার সুযোগ। ৩ মাসের পরীক্ষামূলক সেবা প্রদানের পর পুরোদমে এই সেবাটি উন্মুক্ত করা হয়, যা বর্তমানে ২৪ ঘন্টার সেবা দিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র আপনজন গ্রাহকরা ১৬ ২২ ৭-এ ফোন করে গর্ভকালীন ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিলতা নিয়ে ফোনে কথা বলতে পারেন সহজেই। গ্রাহকদের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে আপনজন কর্তৃপক্ষ।

একইমাসেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় আপনজন মেলা। এরপর সারাবছর ব্যাপী পুরো দেশেই বিভিন্ন অঞ্চলে এই মেলার আয়োজন করে প্রশংসা কুড়িয়েছে আপনজন। হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও নবজাতকের মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এই মেলায়। সরাসরি ডাক্তার সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থার পাশাপাশি নিবন্ধনের জন্য পৃথক বুথের ব্যবস্থা ছিল আপনজন মেলায়। আর পাশাপাশি অপেক্ষমান সেবা গ্রহীতাদের জন্য ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

জুলাই ২০১৩'য় আপনজন জিতে নেয় এম বিলিয়নথ এ্যাওয়ার্ড। মুঠোফোন স্বাস্থ্য সেবার স্বীকৃতিদানকারী অন্যতম সম্মানীয় পুরস্কার এম বিলিয়নথ। দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্রিক এই উদ্যোগটি এম উইমেন এন্ড চিল্ড্রেন ক্যাটাগরিতে আপনজনকে এই পুরস্কারটি প্রদান করে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার জন্য এই স্বীকৃতিটি অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে আপনজনের জন্য। গত ১৮ জুলাই ভারতের দিল্লিতে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন ডিনেটের প্রকল্প পরিচালক সামারুথ আলম।

অক্টোবর ২০১৩'য় নতুন বিজ্ঞাপন নিয়ে আবারও গণমাধ্যমে প্রচারণায় আসে আপনজন। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের উপর নির্মিত গল্পনির্ভর বিজ্ঞাপন নিয়ে টিভি দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এরইসাথে বহুমুখী যোগাযোগ ক্ষেত্রে উপস্থিতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একই সময়ে বিলবোর্ড, প্ল্যাকার্ডেও আপনজনকে পাওয়া যায়।

২০১৩ সালের শেষে নভেম্বর মাসে আপনজন সফলভাবে পূরণ করে দু'লক্ষ গ্রাহকের নিবন্ধন। এই মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে USAID'র অর্থায়নে পরিচালিত আপনজন প্রকল্পটি পেছনে ফেলল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আরো একটি ধাপ। ২০১২'এর ডিসেম্বরে জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করার পর এক বছরেরও কম সময়ে এটি অর্জনে সক্ষম হয় আপনজন।

২০১৩'এর ৮ ডিসেম্বরে আপনজন দলের চারজন অংশ নেয় ৫ম বার্ষিক এমহেলথ সম্মেলনে। তা অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটন ডি.সি'র দ্যা গেল্ড ন্যাশনাল রিসোর্টে। এমহেলথ সম্মেলনটি আয়োজন করে হেলথকেয়ার ইনস্টিটিউশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সোসাইটি (এইচআইএমএসএস), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথ, এমহেলথ এ্যালাইয়েন্স এবং ফাউন্ডেশন ফর দ্যা এনআইএইচ।

আপনজন কর্তৃপক্ষ এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে মোবাইল স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা নিয়ে আলোচনা করে। এতে প্রায় ৫ হাজার স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্যোক্তা, উন্নয়নকর্মী, নীতিমালা নির্ণায়ক ও মোবাইল স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবসায়িক ব্যক্তিবর্গ অংশ নেয়। সম্মেলনে আপনজনের পক্ষ থেকে হেড অফ টেকনোলজি হাসান মো. জাহিদুল আমিন একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। যার শিরোনাম ছিল “ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড ফর ইনফরম্যাটিক্স এন্ড সার্ভিস পারফরমেন্স উইথ বিগ ডাটা অফ আপনজন হেলথ সার্ভিস”

২০১৪ সালে গণমাধ্যমে আরোও উপস্থিতি বাড়ানোর মাধ্যমে ও সমগ্র দেশের মাঠে-ঘাটে নিরন্তর কাজ করার মধ্য দিয়ে আপনজন অর্জন করতে চায় সর্বোচ্চ আস্থার জায়গাটি। আর সেটি বাস্তবায়নে আপনজনের উদ্যোগী দল বদ্ধ পরিকর।



মা ও শিশুর  
আপনজন,  
১৬ ২২ ৭-এ  
রেজিস্ট্রেশন

\* প্রতি বার্তা ৳২ (ভ্যাট প্রযোজ্য)



পুরো ২০১৩ জুড়ে আপনজনের কর্মব্যস্ততা

## মায়ের সুস্বাস্থ্যে আপনজন ও এনএইচএসডিপি

আপনজন আর এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারী প্রজেক্ট (এনএইচএসডিপি) এ বছরের শুরু থেকেই একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। এর আগে সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক বা এসএসএফপি'র সাথে যুক্ত ছিল আপনজন। ২০১৩ সালে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত কিছুটা পরিবর্তন এসেছে বলেই নতুন করে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় আপনজন ও এনএইচএসডিপি। সম্প্রতি এই পারস্পরিক সম্পর্কটি আলোচনার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে আরো স্পষ্ট। আপনজন প্রতিনিধির কাছে দেয়া এনএইচএসডিপি-এর চিফ অব পার্টটি হালিদা এইচ.আখতারের একান্ত সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের আপনজন বার্তার সাক্ষাৎকার বিভাগ।

**আপনজন:** শুরুর দিকে আপনজনের প্রতি আগ্রহ কেন জন্মালো?

**হা.আ.:** কয়েকটা বিষয়কে বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখার পরই আপনজনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় এনএইচএসডিপি। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে থাকে। আর গ্রামে প্রসূতি মায়ের শারীরিক জটিল অবস্থায় প্রায় সময়ই দেখা যায়, তারা ঠিকমত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়না। এসব ক্ষেত্রে আপনজন একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অনেক সময়ই অজ্ঞতার কারণে শরীরের বিভিন্ন সমস্যাতে অবহেলা করে থাকে গ্রামের মহিলারা। আর তাই পরবর্তীতে মাতৃমৃত্যুসহ নবজাতকের মৃত্যু হয়ে থাকে। আপনজন প্রতি সপ্তাহে মোবাইল ফোনে স্কুদে বার্তা বা কণ্ঠবার্তার মাধ্যমে যে স্বাস্থ্য পরামর্শ তাদের গ্রাহকদের দিয়ে থাকে, তাতে বিভিন্ন সুঅভ্যাস গড়া থেকে শুরু করে নানা ধরনের জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধান করছে ঘরে বসেই। এটা আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে ভীষণ ইতিবাচক।

মোবাইল ফোন এমন একটা টেকনোলজি, যা প্রত্যেক পরিবারে অন্তত একটা করে থাকে। আর এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্বাস্থ্যসেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সেইসাথে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় আপনজন সেবা সম্পর্কে বলে, নিবন্ধন করিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে তারা আমাদের ক্লিনিকে সেবা নিতে আসে, যা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একদ্রে কাজ করার জন্য ইতিবাচক। আর এনএইচএসডিপির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রায় দশ হাজারের মতো স্যাটেলাইট ক্লিনিক রয়েছে। আর স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রতিনিয়ত এসব স্বাস্থ্য পরামর্শ নেয়ার কথা বলে থাকেন। সবসময়ই আপনজনকে সবার সামনে উপস্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করে।

**আপনজন:** এনএইচএসডিপি ও আপনজনের সম্মিলিত কাজ করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, কেন?

**হা.আ.:** নবজাতকের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কাজ করি। আপনারাও মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন। আর তাই, একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি। ইউএসএইড'র সহযোগিতায় সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক আপনজনের শুরু থেকেই পার্টনার হিসেবে কাজ করে আসছিল।

কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে 'এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারী প্রোজেক্ট' নামে কাজ শুরু করল, তখন আবার নতুন করে আপনজনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

**আপনজন:** দুটো প্রতিষ্ঠান একে অপরকে সম্পৃক্ত করে কিভাবে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারে বলে মনে করেন?

**হা.আ.:** এনএইচএসডিপি'র ক্লিনিক যেসব স্থানে রয়েছে, তা আপনজন বার্তায় উল্লেখ করার হলে, যৌথভাবে সেবাদানের সুযোগ পায়। আর এভাবেই আপনজন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকদের খুব কম সময়ে নিশ্চিত স্বাস্থ্যসেবা পেতে সাহায্য করে।

**আপনজন:** যেহেতু এনএইচএসডিপি বাংলাদেশের প্রতিটা জেলায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করে, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে আপনজনকে কিভাবে গ্রহণ করে মানুষ?

**হা.আ.:** আমাদের দেশে নারীর সামাজিক অবস্থা এখনও পুরুষের সমকক্ষে যেতে পারেনি। এখনও পারিবারিক নির্যাতনের নজির আছে গ্রামীণ সমাজে। আর গর্ভাবস্থায় এটা আরোও বেড়ে যায়, কারণ স্বাভাবিকভাবেই এসময় গর্ভবতী মহিলারা শারীরিকভাবে একটু দুর্বল থাকে। যখন আপনজনের ভয়েস কল বা স্কুদে বার্তা আসে, পরিবারের সেই নারী সদস্যটির জন্য, তখন আর সবার মাঝে তার গুরুত্ব কিছুটা বেড়ে যায়, এবং সবাই গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়। যেহেতু আপনজন গর্ভবতী মহিলা ও নবজাতকের মায়ের পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও স্কুদে বার্তা পাঠিয়ে থাকে। সুতরাং, এমন সময়ে পরিবারের সহমর্মিতা পেতে আপনজন এক অর্থে খুব সাহায্য করে। এটা একটা বিরূপ উপকার। যখন সন্তান প্রসবের সময় এগিয়ে আসে, তখন গর্ভবতী মহিলাটির স্বামীর হাতের কাছে কিছু টাকা জমিয়ে রাখা অথবা এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে রাখার মতো কিছু কাজ সম্পন্ন করে রাখার কথা মাথায় রাখে। কমিউনিটি গেটকিপারদের যদি আরোও সচেতন করা যায়, মাতৃমৃত্যুহার অনেক কমে যাবে।

**আপনজন:** ভবিষ্যতে কোন কোন বিষয়ে একদ্রে কাজ করা যেতে পারে?

**হা.আ.:** আমার মনে হয়, আপনজনের সঙ্গে আমরাও এগিয়ে যেতে পারি।



আপনজন টিমের সাথে আলোচনাকালে হালিদা এইচ. আখতার

পেছনে তাকানোর কোন উপায় নেই। এমন হতে পারে, আগামীতে যখন আপনজন একটা এলাকায় প্রশিক্ষণ দিবে, তখন যদি আমাদের ক্লিনিক প্রাঙ্গণে করে থাকেন, অথবা যখন আঞ্চলিক গণ-সংযোগে কাজ করতে গিয়ে সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিকের সেবার ব্যাপারটি জানাতে পারেন, তবে একে অপরের নির্ভরতার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারি। যেহেতু আমরা উভয়ই USAID'র অর্থায়নের প্রকল্প। যদি সরকারি মহলকে আরো সম্পৃক্ত করা যায় এবং নিজেদের যৌথকাজকে সামনে তুলে ধরা যায়, তবে প্রচারণার পাশাপাশি সেবাকেও আরো এগিয়ে নেয়া যাবে।

**আপনজন:** অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

**হা.আ.:** আপনজনকেও রইল শুভকামনা। অনেক ধন্যবাদ।



হালিদা এইচ. আখতার, চীফ অব দ্যা পার্ট, এনএইচএসডিপি।



সূর্যের হাসি ক্লিনিক  
সবার জন্য

## দু'লাখ গ্রাহক পেয়ে সমৃদ্ধ আপনজন ঘর

২০১৩ সালের শেষে আপনজন অর্জন করল দুই লাখ গ্রাহকের আস্থা। নভেম্বর মাসে সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে আপনজন। ২০১২'র ডিসেম্বরে জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করার পরে এক বছরেরও কম সময়ে এই মাইলফলক অর্জনে সক্ষম হয় আপনজন। এ বছরের জুলাইয়ে ১ লাখ গ্রাহক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর মাত্র চার মাসের ব্যবধানই এই সফলতার দেখা পেল আপনজন। উল্লেখ্য, ৫০ হাজার গ্রাহক পেতে আপনজনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ছ'মাসের মতো। কিন্তু দেড় লাখ থেকে দু'লাখের কোটায় পা রাখতে সময় লেগেছে দু'মাসেরও কম সময়। দ্রুতই গণমানুষের আপন হয়ে উঠছে 'আপনজন'। আপনজন দলের লক্ষ্য, আগামীতে দেশের প্রত্যেক মায়ের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে, গর্ভবতী ও নতুন মায়ের নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হিসেবে আপন হয়ে উঠবে 'আপনজন'। আর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করে যাচ্ছে সম্ভবনাময় এক ঝাঁক তরুণ, যারা আপনজনের নাম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার স্বপ্ন দেখছে।



দু'লাখ গ্রাহক অর্জনের পর আপনজনের গণ-সংযোগ

## আঞ্চলিক ভাষায় এখন শুনতে পাবেন আপনজন বার্তা

ঘরের কাছের ডাক্তার আপার মুখেই আঞ্চলিক ভাষায় এবার শোনা যাবে আপনজন বার্তা। ব্যাপারটা ঠিক এমন না হলেও আপনজনের নতুন গ্রাহকসেবা কিছুটা তেমনই। আপনজন গ্রাহকদের জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শগুলো আরো সহজবোধ্য করতে সেগুলো তৈরি হচ্ছে সিলেট ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়। যদি গ্রাহক চায়, তবে সে তার পছন্দ



আঞ্চলিক ভাষায় আপনজন বার্তায় কণ্ঠ দিচ্ছেন একজন কথাশিল্পী

অনুযায়ী কণ্ঠবার্তা শুনতে পারবে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায়ই। এতে করে আপনজন গর্ভবতী নারী কিংবা নবজাতকের মা'র আরো আপন হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী আপনজন কর্তৃপক্ষ। গর্ভধারণের ৬ সপ্তাহ পর থেকে ৪২ সপ্তাহ ও নবজাতকের জন্মের থেকে ৫২ সপ্তাহ যে পরামর্শ গুলো দেয়া হয়, তার সবগুলোই পাওয়া যাবে আঞ্চলিক ভাষায়। ২০১৩ সালে জরিপের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় বার্তা পাওয়ার চাহিদা আছে জেনেই আপনজন এই সেবা দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১৪ সালের শুরুতেই এই সেবাটি গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে যাবে। সবধরনের গ্রাহক উপযোগী করে মোট ৫৫০ টি বার্তা আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার কণ্ঠবার্তা রেকর্ডিং'র কাজ প্রায় সম্পন্ন।

## এম হেলথ সম্মেলনে আপনজন

৫ম বার্ষিক এমহেলথ সম্মেলনে অংশ নিয়েছে আপনজন। গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৩ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটন ডি.সি'র দ্যা গেল্ড ন্যাশনাল রিসোর্টে। এমহেলথ সম্মেলনটি আয়োজন করে এইচআইএমএসএস, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথ, এমহেলথ এ্যালাইয়েন্স এবং ফাউন্ডেশন ফর দ্যা এনআইএইচ। আপনজন এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে মোবাইল স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা নিয়ে আলোচনা করে। এমহেলথ সম্মেলনটি ৫ হাজার স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত উদ্যোক্তা, উন্নয়নকর্মী, নীতিমালা নির্ণায়ক ও মোবাইল স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সম্মেলনে হাসান মো. জাহিদুল আমিন একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। শিরোনাম ছিল 'ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড ফর ইনফরম্যাটিক্স এন্ড সার্ভিস পারফরমেন্স উইথ বিগ ডাটা অফ আপনজন হেলথ সার্ভিস'। তিনি মামা বাংলাদেশ (আপনজন)'র টেকনোলজি প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। এর বাইরে আপনজন অংশ নিয়েছে মামা দিবসে। সেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রাহক অর্জনের কৌশল ও ব্যবসায়িক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে আপনজন দল। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় ড. অনন্য রায়হান, সামারুখ আলম ও রিজওয়ানা রাশীদ অনি। মামা গ্লোবালের ২০১৪ সাল নিয়ে ভাবনা ও কৌশল বিষয়ে জানতে পেরেছে আপনজন। মামা দিবসের সম্মেলনে আরো অংশ নেয় মামা গ্লোবাল, মামা দক্ষিণ আফ্রিকা, মামা ভারত, বেবি সেন্টার ও জলন এন্ড জলন। চারদিনব্যাপী এই সম্মেলনে স্বাস্থ্য তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন, নীতিমালা, এ্যাপস, নতুন শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনাসহ নানা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। প্রায় ৪৫০ জন বক্তা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ও বিশ্বের মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।



হাসান মো. জাহিদুল আমিন এমহেলথ সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করছেন

## লালতীরের নতুন বছরের ক্যালেন্ডারে আপনজন

গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যের কল্যাণে নেয়া একটি উদ্যোগ আপনজন। আর এই উদ্যোগের সাথে আছে সবসময় লালতীর। মার্কিটমোড কোম্পানির সিস্টার কনসার্ন লালতীর কৃষকদের মাঝে সুলভমূল্যে বীজ বিক্রয় করে। মূলত গ্রামের গৃহস্থালিতে যারা চাষাবাদ করে, এমন মহিলাদের বীজ সরবরাহের ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে নেয় লালতীর। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ সালের ক্যালেন্ডারে আপনজন সম্পর্কিত তথ্য তুলে এনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আপনজনকে পরিচিত করে তুলেছে। আপনজনের সাথে লালতীরের নির্ভরতার সম্পর্ক দিন দিন আরো অটুট হয়ে উঠছে। আগামী বছর ৬৪টি জেলার প্রায় দু'লক্ষ কৃষকের হাতে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এরই মধ্য দিয়ে আপনজনের স্লোগান ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী আপনজন কর্তৃপক্ষ।



লালতীর ক্যালেন্ডার ২০১৪

## ‘সার্থী আপা’ বলছেন আপনজনের যত কথা

শেষ হলো আপনজন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সহায়িকা নাটক ‘আপনজন’ তৈরির কাজ। নাটকের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ। একটি কমোডি নির্ভর চিত্রনাট্যে আপনজনের স্বাস্থ্যকর্মীর প্রতিদিনকার জীবন ফুটে উঠেছে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন আশফাক নিপুণ ও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিশা। ঢাকার অদূরে টঙ্গীর পুর্বাংশে নাটকটি চিত্রায়িত হয়। ২০১৪ সালের শুরুতে এটি পৌঁছে যাবে আপনজনের জন্য কাজ করে এমন সব স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্র্যান্ড প্রমোটারদের হাতে। গ্রামীণ জীবনে গর্ভবতী নারীর শারীরিক সমস্যায় আপনজন কিভাবে সেবা দিয়ে থাকে,

নাটকটিতে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বরাবরই আপনজন কর্তৃপক্ষ মনে করেন, এই নাটকটি আপনজন মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবায় নিবন্ধন সম্পর্কিত সব ধরনের জটিলতা দূর করতে সাহায্য করবে। এর বাইরে, আপনজনের নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন সামাজিক ওয়েবসাইটে শীঘ্রই পাওয়া যাবে, যা গণসংযোগে সহায়তা করবে বলেও মনে করছেন কর্তৃপক্ষ।



তিশা অভিনীত নাটক ‘আপনজন’

## একজন রুমি দাস ও আপনজন

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বাস করে রুমি দাস। আপনজন সেবা গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তার সন্তানের ১ বছর পূর্ণ হলো। ‘রাশি আসলে খুবই হাসিখুশি একটা বাচ্চা। আপনজনের সব ধরনের পরামর্শ পাওনে রাশি অনেক সুস্থ সবল হইয়া বড় হইতাসে’ বললেন রতন দাস। তিনি রুমি দাসের স্বামী ও তার কণ্যাসন্তান রাশির গর্ভিত বাবা। নবজাতকের মা’র পাশাপাশি সন্তান জন্মের পর রতন দাসও আপনজনের সেবা গ্রহণ করেছেন। আপনজনকে তিনি জানান, সন্তান জন্মের পর বিভিন্ন সময় তার স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্তন সম্পর্কে নতুন করে জানতে শিখেছেন তারা। তিনি বলেন, ‘আগে অনেক কিছু সম্পর্কেই কোন ধারণা ছিলনা। কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্মের পর আপনজনে রেজিস্ট্রেশন করি। অভ্যাসগত অনেক পরিবর্তন এসেছে, বাচ্চার মায়ের খাওয়া-দাওয়ার দিকেও অনেক নজর দিছি, সবই আপনজনের কল্যাণে’। রতন দাস নিজে একজন স্কুল শিক্ষক। আপনজন স্বাস্থ্য সেবায় উপকার পাওয়ার কারণেই তিনি এখন নিজ উদ্যোগে তার সহকর্মীদের এই সেবাটি গ্রহণের পরামর্শ দেন। কি উপায়ে তা নিতে পারবেন, তার পস্থা বলে সহায়তা করেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে আপনজন’র জন্য এ ধরনের সহায়তা পাওয়া নিঃসন্দেহে অনেক বড় অর্জন।



আপনজনের হাস্যোচ্ছল একজন সেবাগ্রহীতা

Global Partners



**USAID**  
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে



*Johnson & Johnson*



National Partner



Ministry of Health & Family Welfare

Outreach Partners



Corporate Founding Partner



Corporate Partner



Retail Partner



Implementing Agency



আপনজন বার্তা'র তথ্যাদি সরবরাহে সহায়তা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সহযোগিতায় গঠিত ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), জি এইচ এস এ- ০০-০৮-০০০০২-০০/১২-এসবিএ-০০২ এর শর্তাবলীর অধীনে। এই নিউজলেটারে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতের মিল নাও থাকতে পারে।